কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে
কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৪ ❑ নভেম্বর-ডিসেম্বর ❑ ২০২০ খ্রি. ❑ ১৬ কার্তিক-১৬ পৌষ ❑ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ সায়েদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিএডিসি
উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. এ কে এম মুনিরুল হক
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ আরিফ
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আনোয়ার ইমাম
সচিব
সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com
সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান
প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০
মুদ্রণে: প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার (তৎকালীন ফরিদপুর জেলার একটি মহকুমা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী শেখ বাড়িতে যে খোকার জন্ম হয় তিনিই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির মুক্তির অগ্রদূত, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার বিপ্লবী মহাপুরুষ। তিনি সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর পদধূলিধন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে মুজিববর্ষের নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে।

কৃষির জন্য নিবেদিত প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কৃষকের সত্যিকার বন্ধু, গরীব-দুঃখী-মেহনতি মানুষের মুক্তির আশা ও ভরসার কেন্দ্রস্থল। 'মুজিববর্ষে বিএডিসি, কৃষির সেবায় দিবানিশি' এই প্রতিপাদ্যে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে কৃষি সমাচারের এই বিশেষ সংখ্যায় সেকারণেই স্বাধীন বাংলা গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান, তাঁর কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ক নিবন্ধের পাশাপাশি কৃষিখাতকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে বিএডিসি'র বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এ সংখ্যা পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের মন-তৃষ্ণা মিটিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

ভেতরের পাতায় .....

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যদায় উদযাপিত..... ০৩
বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরকারীদের বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করা হবে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী..... ০৪
বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিএডিসিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত..... ০৫
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'তে অডিট বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত..... ০৭
বিএডিসি'তে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত..... ০৭
বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইংয়ের আওতাধীন ঢাকা অঞ্চলের দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক গণশুনানি অনুষ্ঠিত..... ০৮
বিএডিসিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত..... ০৯
বঙ্গবন্ধুর সেচ ভাবনা ১০
বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত বিপ্লব ও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ভালোবাসা ১৩
মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি..... ১৬

যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে মহান বিজয় দিবস ২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। এ সময় বিএডিসি'র সদস্য পরিচালকবৃন্দ সংস্থার সচিব, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ বিএডিসি'র বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর বিএডিসি'র কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। এ সময় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

এ ছাড়া বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিএডিসি'র কৃষি ভবন, বীজ ভবন, সেচ ভবন ও মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়। কৃষি ভবনের সম্মুখভাগে বিভিন্ন রং এর পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং ভবনের ছাদে বৃহদাকার জাতীয় পতাকা টানানো হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কৃষি ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিএডিসি পরিবারের শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ফলকে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন" শীর্ষক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিএডিসি'র আওতাধীন সকল মসজিদে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাত আয়োজন করা হয়।

কৃষি ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, সোনার বাংলাদেশ যদি গড়তে চাই তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাধ্যমে গড়তে হবে। ১৯৭২ সালে আমাদের যে জিডিপি ছিলো সেটি আজ বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে গত ১০ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু আয়ে আমরা ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছি। এই কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এই কোভিডের মধ্যেই বিশ্বের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধির উন্নয়নের দেশ হয়েছে বাংলাদেশ। এটি অর্জিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ এবং লালন করার জন্য। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এই করোনা পরিস্থিতিতেও আমাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, আগের তুলনায় আরো বেগবান হয়েছে।

বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরকারীদের বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করা হবে: কৃষিমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরকারীদের বাংলাদেশের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, 'আমরা রাজাকার, আলবদর, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বাংলার মাটিতে পরাজিত করেছি; সেই পাকিস্তানিদের দোসররা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে বাংলার মাটিতে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আমরা আলবদর, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও ধর্মান্ধদেরকে বাংলার মাটি থেকে উচ্ছেদ করব, বাংলার মাটি থেকে তাদের মূলোৎপাটন করব। এই বাংলার মাটিতে তাদের কোন ঠাঁই নেই; থাকতে পারে না। স্বাধীনতাবিরোধী ও দেশদ্রোহী হিসাবে বাংলার মাটিতে তাদের বিচার হবে। যুদ্ধাপরাধীদের যেভাবে বিচার হয়েছে তেমনিভাবে যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে তাদের বিচার এ দেশের মাটিতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী গত ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে রবিবার সকালে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধনে এ কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (এনএআরএস) ১২টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে। এছাড়াও, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সহ অন্যান্য সংস্থাও মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে। এ সময় কৃষিসচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ারসহ সংস্থা প্রধান ও সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আজকে যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের উপর আঘাত করেছে, ভাস্কর্য ভেঙেছে তারা সেটি সুপরিকল্পিতভাবেই করেছে। এই স্বাধীনতাবিরোধী পরাজিত শক্তি দেশীয়-আন্তর্জাতিক ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং ন্যায়-সমতার ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিলেন। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দর্শন ও চেতনাকে চিরতরে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। এই পরাজিত ধর্মান্ধগোষ্ঠী ১৯৭৫ এর পর থেকে ২১ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে যেমন ধ্বংস করা যাবে না তেমনি যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙেছে তাদেরকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতো মোকাবেলা করে আবার পরাজিত করব।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, ভাস্কর্য ও মূর্তি এক নয়। ভাস্কর্যের একটা নান্দনিক দিক রয়েছে, এটি একটি শিল্প। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে করে তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে এ দেশের ভবিষ্যত বা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যায়, জাগরূক রাখা যায়। ভাস্কর্য হচ্ছে স্মৃতিচিহ্ন বা স্মারক। এর মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং মানবপ্রেমে ও মানবসেবায় ব্রতী হবে।

বিএডিসি'র সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ০৩ দিনব্যাপী 'অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার কক্ষে গত এক নভেম্বর ২০২০ তারিখে সংস্থার সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের ০৩ দিনব্যাপী 'অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসির মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আরিফ, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) কৃষিবিদ মোঃ নূরনবী সরদারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, প্রশিক্ষণ ব্যক্তিকে যোগ্য ও সমৃদ্ধ করে তোলে। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা সময়ানুবর্তিতা মেনে চলবেন। আইন কানুন যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। আগামীর সাথে তাল মিলাতে হলে আইসিটি বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। বিএডিসি আপনাদের হাত ধরে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আমরা সকলে মিলে কাজ করলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব। পরে চেয়ারম্যান মহোদয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিএডিসিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিএডিসি'র কৃষি ভবনের সামনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একাংশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাস্কর্য ভাঙচুর ও অবমূল্যায়নের প্রতিবাদে রাজধানীর দিলকুশায় বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ কৃষি ভবনসহ বিএডিসি'র সরেজমিন দপ্তর সমন্বয়ে সমগ্র বাংলাদেশের ৩৫টি স্থানে একযোগে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) বঙ্গবন্ধু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এই মানববন্ধনে বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সিবিএসহ সকল পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে স্বাধীনতাবিরোধী, উগ্রবাদী অপশক্তির এই সংস্কৃতিবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহ কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রগতির অভিযাত্রাকে ব্যহত করে বাংলাদেশকে পিছিয়ে দেয়ার একটি পরিকল্পিত অপচেষ্টা। স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন ওদের আঁতে আঘাত করেছে, তাই স্বাধীনতা যাঁর হাত ধরে পেয়েছি তাঁর নামেই তাদের ক্ষোভ-হিংসা-বিদ্বেষ।

আমরা অবিলম্বে এই ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের মদদদাতা ও অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি। একই সাথে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থানকারীদের মূলোৎপাটনের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। তারা বেছে নিয়েছে এমন একটা সময় যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছি। তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের পাশাপাশি বাংলাদেশের নাগরিকদের সচেতন ভূমিকা কামনা করছি।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতোনা। তিনি আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক, স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, তিনি আমাদের অহংকার ও গর্ব। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের উপর আঘাত করা মানে বাংলাদেশের উপর আঘাত করা। একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও ধর্মান্ধরা এই ঘৃণ্য হামলা চালিয়েছে। আমরা জাতির পিতার অবমাননার তীব্র প্রতিবাদ, ঘৃণা ও নিন্দা জানাই। এ হামলাকারীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আহবান জানাই। আর কোন অপশক্তি যেন বঙ্গবন্ধুর উপর আঘাত করার সাহস না পায় সেজন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

তিনি আরো বলেন, বিএডিসি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য সংস্থা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বিএডিসিকে পুনর্গঠিত করেছিলেন। বিএডিসি পরিবার

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিএডিসিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মানববন্ধন কর্মসূচি প্রদক্ষিণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। আমরা বিশ্বাস করি কৃষির উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য আহ্বান জানান।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রিপন কুমার মন্ডল বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে আঘাত করে বাংলাদেশকে সেই ডিসেম্বরেই আঘাত করা হলো কেন সেটি আমাদের ভাবতে হবে। জাতীয় সংগীত যারা গায়না, যেখানে গাওয়া হয়না, সেসব জায়গা থেকে জাতির পিতার ভাস্কর্যের উপর আঘাত এসেছে। বঙ্গবন্ধুর উপর আঘাত করলে বঙ্গবন্ধু পরিষদ এটিকে প্রতিরোধ করবে।

'জাতির পিতার সম্মান রাখবো মোরা অম্লান' স্লোগান ধারণ করে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সংস্থার সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আরিফ, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ নূরনবী সরদার এবং সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল, সহসভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, সহসভাপতি জনাব পলাশ হোসেন, বিএডিসি সিবিএ এর সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব জাহাঙ্গীর আলমের সঞ্চালনায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির আহবায়ক জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর ও অবমাননার প্রতিবাদ ও তীব্র নিন্দা জানান এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি যেকোনো আঘাত প্রতিহত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত ৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ রাতে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্যে দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর চালায়। এতে ভাস্কর্যের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে প্রতিবাদের যে ঝড় উঠে তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি এ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বিএডিসি'র ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৬ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কৃষক পর্যায়ে নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০২০ মোট ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৬ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি এক লক্ষ ৩৭ হাজার ৬২৭ মে.টন, এমওপি ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৮৫ মে.টন ও ডিএপি এক লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৩৪ মে.টন ।

এছাড়া গত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৫ লক্ষ ৪১ হাজার ৪০ মে.টন। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি এক লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৭৮ মে. টন, এমওপি এক লক্ষ ৯৯ হাজার ৮০১ মে. টন এবং ডিএপি এক লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৬১ মে.টন সার। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৪৯ মে. টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'তে অডিট বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদরদপ্তরস্থ সেমিনার হলে গত ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অডিট বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিএডিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আরিফ, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) কৃষিবিদ মোঃ নূরনবী সরদার এবং সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিয়ন্ত্রক (অডিট) জনাব রুনা লায়লা।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, অডিট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আর্থিক বিষয়ে পদ্ধতিগত পরীক্ষা নিরীক্ষাই হলো অডিট। প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী জবাবদিহিতার আওতায় রয়েছে। জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য অডিট করা হয়, যার মাধ্যমে আর্থিক অনিয়ম দূর করা হয়। পরে চেয়ারম্যান মহোদয় "আর্থিক শৃঙ্খলায় অডিটের ভূমিকা, আপত্তির কারণ ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া" বিষয়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অডিট বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'তে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তরস্থ সেমিনার হলে গত ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় বিএডিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আরিফ, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সিটিজেনস চার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জনগণকে সেবা প্রদান করার জন্য সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়। সেবা প্রদানের জন্য আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। সিটিজেনস চার্টারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনগণের সেবা প্রদান। পরে চেয়ারম্যান মহোদয় 'সরকারি অফিস/দপ্তরসমূহে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) এর প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইংয়ের আওতাধীন ঢাকা অঞ্চলের দপ্তর সমূহের সমন্বয়ে শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক গণশুনানি অনুষ্ঠিত

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মানিক মিয়া এভিনিউস্থ বিএডিসি সেচ ভবন অডিটোরিয়ামে বিএডিসির উদ্যান উইংয়ের আওতাধীন ঢাকা অঞ্চলের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে একটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) কৃষিবিদ নূরনবী সরদার।

বিএডিসির উদ্যান উইং এর আওতাধীন ঢাকা অঞ্চলেন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব এস.এম.আলতাফ হোসেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা অঞ্চলের বীজ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পাটবীজ বিভাগের কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন হতে ৫ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীজ উৎপাদন কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স হতে ৫ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীউ প্রকল্প এলাকা হতে ৫ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি, আলুবীজ কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ হতে ৫ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি, উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা হতে ৫ জন চাষি এবং বীজ বিপণন বিভাগের ঢাকা অঞ্চলের ৫ জন বীজ ডিলারসহ মোট ৩০ জন চাষি অংশগ্রহণ করেন ।

গণশুনানিতে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে বীজ সংক্রান্ত যে সব সেবা প্রদান করা হয় তার উপর অংশগ্রহণকারী চাষি ও ডিলারদের মতামত নেয়া হয় এবং উক্ত মতামতের ভিত্তিতে প্রদানকৃত সেবাসমূহ কিভাবে আরো বাস্তবমুখী, গণমুখী ও কল্যাণমুখী করা যায় এ ব্যাপারে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়।

উদ্যান উইংয়ের আওতাধীন ঢাকা অঞ্চলেন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে মতামত ব্যক্ত করছেন এক জন চুক্তিবদ্ধ চাষি

গণশুনানি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সংস্থার চেয়ারম্যান কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ, আধুনিকীকরণ, সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে গুনগতমানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার, কৃষিতে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়নতা এবং জনসেবা চাষিদের দোরগোড়ায় পৌছানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই গণশুনানির আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র বিভিন্ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প পরিচালক, যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সিনিয়র সহকারী পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। বীজ, সার ও সেচ এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উপকরণ সরকারিভাবে একমাত্র বিএডিসি'র মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে। বিএডিসি এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করায় উপস্থিত চাষি ও ডিলারগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভালো বীজে
ভালো ফসল

বিএডিসিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে রাজধানীর দিলকুশায় অবস্থিত কৃষি ভবনের সেমিনার হলে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আরিফ, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম। কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব ড. হুমায়রা সুলতানা। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএডিসি'র বিভাগীয় প্রধানগণসহ প্রকল্প পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, কোন কাজে সফল হওয়ার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন, গন্তব্য ঠিক করা প্রয়োজন এবং সেই গন্তব্য অনুযায়ী পরিশ্রম করলে সফলতা আসবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে দেশ একটি উন্নত সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনাকালীন এই দুঃসময়ে বিএডিসি'র কর্মীগণ সারাদেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখতে আমাদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এগিয়ে যেতে হবে।

'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনাপূর্বক বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম আরো বলেন, যেভাবে দেশ ভিশন-২০২১ এর মাধ্যমে জাতীয়ভাবে কর্মসম্পাদন চুক্তিকে পরিচিত করিয়েছে এবং সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, ২০৩০ ও ২০৪১ এর উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সেটি আমাদের ভাবতে হবে। ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ নিয়েও ভাবতে হবে। দেশকে উন্নয়নের রোডম্যাপে রাখতে হলে এর বিকল্প নেই। বেসরকারি খাত থেকে এই কর্মসম্পাদন চুক্তি ধারণাটি এলেও তা সরকারি খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে তিনি অভিমত প্রদান করেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান আরো বলেন, দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে একটি রোডম্যাপের কারণে। সেই রোডম্যাপই হচ্ছে কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ও চুক্তি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করার জন্য। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর সেচ ভাবনা

মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ঢাকা

"পাম্প যদি পাওয়া যায়, ভালো। যদি না পাওয়া
যায় তবে স্বনির্ভর হোন। বাঁধ বেঁধে পানি
আটকান, সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান"-বঙ্গবন্ধু।

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন করে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করাই হোক অঙ্গিকার। কৃষি শুধু খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা বিধান করে না, বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের জোগানও দেয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। ফসল উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ তিনটি- যথা: উন্নত বীজ, সেচ ও সার। তন্মধ্যে সেচ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কৃষির উন্নয়নের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতার প্রকাশ পায় ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট প্রণয়নে। যেমন-'অনেক আগে কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছি। ৫০০ কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট বাজেট করেছিলাম এবং ১০১ কোটি টাকা কৃষি উন্নয়নের জন্য দিয়েছি'-বঙ্গবন্ধু। যা প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনায় কৃষিতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩১% এবং ১৯৭৪ সালে কৃষিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ৭%। পুরো সময়ের প্রবৃদ্ধির ছিল ৩.৭%। যা বঙ্গবন্ধুর কৃষিবান্ধব নীতির কারণেই সম্ভব হয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্থ দেশকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায়, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তখন যুদ্ধ-বিধ্বস্থ দেশে চলছিল ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশের কৃষি ও কৃষকের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চফলনশীল বীজ, সার ও সেচের পানি ব্যবহারের মাধ্যমে গম, ভুট্টা, ধান প্রভৃতির উৎপাদন অতিদ্রুত যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাকে "সবুজ বিপ্লব"(Green Revolution) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এখানে "বিপ্লব" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে দ্রুত পরিবর্তনের অর্থে। এ পরিবর্তনটি এসেছে প্রচলিত (Conventional) পদ্ধতির চাষাবাদ থেকে অধিক উৎপাদনক্ষম নতুন প্রযুক্তির চাষাবাদে রূপান্তরের মাধ্যমে। আর "সবুজ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে উৎপাদিত শস্যের কাঁচা রং হিসেবে। বাস্তবে দেখা যায়, শস্য যৌবন প্রাপ্ত হলে এর নান্দনিক সবুজ রং প্রকাশ পায়। তিনি এ ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র হতে মুক্তির জন্য বাংলার কৃষক ভাইদের নিকট "সবুজ বিপ্লব" এর ডাক দেন। তাঁর এ ডাকে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র হতে মুক্তির নিমিত্ত অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সেচ কার্যক্রমের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তিনি আধুনিক পাম্প পাওয়া না গেলে সনাতন পদ্ধতিতে-গ্র্যাভিটি ফ্লো, সেউতি, দোন, ঝাঁঝরা, ট্রেডল পাম্প, হ্যান্ড পাম্প ও রোয়ার পাম্প ব্যবহার করে হলেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ দেন। তাছাড়াও জমির আইল উঁচু করে বেঁধে তাতে পানি আটকিয়ে সেচের ব্যবস্থা করার জন্য বলেন।

উদ্ভিদের বাড়-বাড়তি, ফলন ও বংশ বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে কৃত্রিম উপায়ে জমিতে যে পানি প্রয়োগ করা হয় তাকে সেচ বলে। বৃষ্টিপাত বা মাটির আর্দ্রতা অতিরিক্ত উদ্ভিদের চাহিদাভিত্তিক

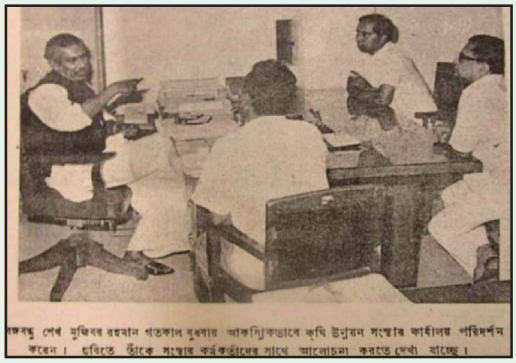

১৯৭২ সালের ৩১ মে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে বঙ্গবন্ধু

প্রয়োগকৃত পানি হলো সেচ। বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থা ধান উৎপাদন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ধান ব্যতিরেকে অন্যান্য ফসল উৎপাদনেও সীমিত আকারে সেচ ব্যবহৃত হচ্ছে। এককভাবে ধান চাষে সেচ সুবিধার আওতায় জমির পরিমাণ ৯০-৯৫% এবং অন্যান্য ফসলে অবশিষ্ট ৫-১০% রয়েছে। ফসলের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন খরচ নির্ভর করে-উন্নতজাতের বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার ওপর। সেচ ব্যবস্থাপনা ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ কমানোর মুখ্য ভূমিকা পালন এবং যা মোট উৎপাদন খরচের প্রায় ৩০-৩৫% সেচ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হয়ে থাকে। তাই সেচের আধুনিক কলা-কৌশল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি ও গুরত্বপূর্ণ। সেচ ব্যবস্থাপনা একটি সমন্বিত কার্যক্রম যথা-১) প্রকৌশল ও কারিগরি কার্যক্রম, ২) সেচ সম্পৃক্ত কৃষিতাত্ত্বিক কার্যক্রম ও ৩) প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে যান্ত্রিক চাষ ও সেচের অবদান অপরিসীম। পাক-ভারত স্বাধীনতার পর তৎকালীন সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ হতে

জনগণকে মুক্তির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি অধিদপ্তর ১৯৫১-৫২ অর্থবছরে মাত্র ৩ (তিন) টি শক্তিচালিত পাম্প (এলএলপি) এর সাহায্যে সেচ কর পদ্ধতিতে সেচ কার্যক্রম শুরু করে। শক্তিচালিত পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সংগ্রহ,

বঙ্গবন্ধুর সেচ ভাবনা

সংরক্ষণ, বিতরণ, পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ১৯৬১ সালের ১৬ই অক্টোবর ৩৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে "ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীনতা পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পুর্নগঠিত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বিএডিসির স্লোগান-"যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন, আমরা আছি তাঁদের জন্য"। উক্ত স্লোগান এবং কার্যক্রমের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএডিসি ইতোপূর্বে (পাকিস্তান) বাস্তবায়িত "যান্ত্রিক চাষ এবং শক্তিচালিত পাম্প সেচ" প্রকল্প (Mechanized Cultivation and Power Pump Irrigation Project-MC&PPI) শিরোনামে ১৯৭০-৭৫ মেয়াদকালে ৯৭১৮.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ণিত প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। উক্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম দুইভাগে বিভক্ত ছিল-এক অংশে যান্ত্রিক চাষাবাদ অপর অংশে শক্তিচালিত পাম্প (এলএলপি) এর সাহায্যে ভূ-উপরিস্থ পানির সেচ সম্প্রসারণ। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প হলো-পাওয়ার টিলারের সূচনা স্কিম, চাষাবাদ যান্ত্রিকীকরণ (ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার) স্কিম ইত্যাদি। বিএডিসি দেশে সর্বপ্রথম যান্ত্রিক চাষাবাদে প্রি-হারভেস্ট যেমন-জমি কর্ষণ, মইকরণ, নিড়ানি ইত্যাদি কার্যক্রম চালু করে। তৎকালে কৃষকের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিএডিসির মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে জমি কর্ষণের ক্ষেত্রে পাওয়ার টিলার ও ট্রাক্টর প্রচলন শুরু হয়। যা কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে।

যে সকল এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির সহজলভ্যতা কম, সে সকল এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে ১৯৬৭-৬৮ অর্থবছর হতে গভীর নলকূপ ও ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছর হতে অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম শুরু করে।

"দুনিয়া ভরে চেষ্টা করেও আমি চাউল
কিনতে পারছি না। চাউল পাওয়া যায়
না। যদি চাউল খেতে হয় আপনাদের
চাউল পয়দা করে খেতে হবে।"-বঙ্গবন্ধু

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, তরান্বিত ও সহজলভ্য করার নিমিত্ত জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৩১ মে বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় আকস্মিক বিএডিসি পরিদর্শনে আসেন ও দীর্ঘ ৪৫ মিনিট অবস্থান করে বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সাথে সভা করেন। জাতির পিতার কৃষি ভবনে পদার্পণে যেমন বিএডিসিকে ধন্য করেছে তেমনি কৃষির সেচ ব্যবস্থাকে করেছে সমৃদ্ধ। ১ জুন ১৯৭২ পূর্বদেশ পত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'বিশেষজ্ঞদের মতে চাষযোগ্য জমিগুলোকে যেখানে সম্ভব দুই ফসলি জমিতে পরিণত করা যেতে পারে। এতে তিন বছরের মধ্যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। সরকার কৃষকদের জন্য অগভীর নলকূপ এবং পাওয়ার পাম্প সরবরাহের ওপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছিল।

বৃক্ষরোপণ করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কৃষকদের সেচ সুবিধা দিতে কমপক্ষে ১০ হাজার অগভীর নলকূপের প্রয়োজন। অনতিবিলম্বে এ পাম্প সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। সারাদেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সহজশর্তে ঋণ সরবরাহ করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয়, কৃষকদেরকে ধারে অগভীর নলকূপের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। সেই সময়ের নিয়ম অনুযায়ী কৃষকদের অগভীর নলকূপের জল ব্যবহার করতে হলে মোট খরচের অর্ধেক বহন করতে হবে।" ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য ভর্তুকি/হ্রাসকৃত মূল্যে সেচযন্ত্র সরবরাহের নির্দেশনা এবং অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিএডিসিতে অর্পন করেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও দ্রুত দারিদ্রমুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার দেশকে খাদ্যে সয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বিএডিসিতে 'অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচি' শিরোনামে ১৯৭২-৮০ মেয়াদে ৫১৮০.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প (অনুমোদন) প্রদান করেন। সারাদেশে সেচ কার্যক্রম বিস্তৃতিকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে বিএডিসি বিনামূল্যে অগভীর নলকূপ স্থাপন করে কৃষকদের মাঝে সেচ প্রদান করে। যা কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিটি নলকূপের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব, কমান্ড এরিয়া এবং ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে সেচযন্ত্র স্থাপন ও সরবরাহের করা হয়।

এছাড়া জাতির পিতা সেচযন্ত্র এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম সষ্ঠু ও সঠিকমাত্রায় পরিচালনার নিমিত্ত কৃষি সমবায় ওপর গুরুত্বারোপ এবং সমবায়ের আন্দোলনকে কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি সেচযন্ত্র ও কৃষিযন্ত্রপাতি কৃষক সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তরের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছর হতে সারাদেশে সেচ কার্যক্রম বিস্তৃতিকরণে শক্তিচালিত পাম্প ও গভীর নলকূপের

বঙ্গবন্ধুর সেচ ভাবনা

পাশপাশি অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসন আমলে অর্থাৎ ১৯৭১-৭২ হতে ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত গভীর নলকূপ ৯০৬ হতে ২,৬৯৯ টি অর্থাৎ ১৯৮%, স্বাধীনতা পূর্ব কৃষি মন্ত্রণালয় তাকাবি ঋণের (Taccavi Loan) আওতায় ভর্তুকীমূল্যে অগভীর নলকূপ ৭৯৩ হতে ২৮২০ টি অর্থাৎ ২৫৬%, শক্তিচালিত পাম্প ২৪,২৪৩ হতে ৩৫,৫৩৪ টি অর্থাৎ ৪৭% এবং সেচ এলাকা ৩,৮১,৬১৯ হতে ৬,২৭,৪০৫ হেক্টর অর্থাৎ ৬৪.৪০%বৃদ্ধি পায়। উক্ত সেচযন্ত্রসমূহ মাঠ পর্যায়ে ক্ষেত্রায়নের মাধ্যমে বোরো আবাদের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে আশুগঞ্জের স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং কৃষকদের উদ্যোগে আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং কাজে ব্যবহৃত গরম পানিকে ঠান্ডাকরণের মাধ্যমে আশুগঞ্জ সবুজ প্রকল্প নামে সেচ কার্যক্রম শুরু করে পরবর্তীতে সরকারিভাবে ১৯৭৮-৭৯ সালে আশুগঞ্জ সবুজ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

পরবর্তীকালে আশুগঞ্জের সাথে পলাশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কুলিং কাজে ব্যবহৃত পানিকে একীভূত করে "আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প" গ্রহণ করা হয়। কৃষক জনতা জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে কৃষিতে বিপ্লব ঘটায়, যা অদ্যবধি চলমান রয়েছে। যা কৃষি উৎপাদন ও ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে এক অন্যন্য ভূমিকা পালন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় শুধুমাত্র সেচযন্ত্র মাঠ পর্যায়ে স্থাপন ও সরবরাহের ওপর নির্ভর না করে সেচযন্ত্রের বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ ও নলকূপের মালামাল তৈরি, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labor Organization-ILO) এর সহায়তায় জেলা পর্যায়ে জোনাল/রিজিয়নাল ওয়ার্কশপ স্থাপন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে সেচযন্ত্রের বিভিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশ ও নলকূপের মালামাল তৈরি এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিএডিসি'র মেকানিক ও গ্রামীণ বেকার যুবকদের প্রশিক্ষিত করা হয়। যার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে মাঠে সরবরাহকৃত সেচযন্ত্র পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব এবং সেচ সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। উক্ত কেন্দ্রটি ILO Center হিসেবে বহুল প্রচলিত ছিল। ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র হতে মুক্তির নিমিত্ত অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সেচের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে দেশে সেচযন্ত্র পরিচালনা, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণে কৃষকগণের ভোগান্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

"যেখানে খাল কাটলে পানি হবে সেখানে সেচের পানি দিন। সেই পানি দিয়ে ফসল ফলান"। বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক ভাবনায় সার্বিকভাবে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যাতে কোন জমি অনাবাদী না থাকে সেলক্ষ্যে সারাদেশে নদ-নদী ড্রেজিং, খাল-নালা খনন/পুনঃখননের ওপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম গ্রহণ এবং অসমাপ্ত কৃষি কাজ সম্পন্ন করার প্রত্যয়ে কৃষিতে নজর দিয়ে সেচে গুরুত্বারোপ করেন। জাতির পিতার কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের ধারণাকে লালন করে গ্রামীণ উন্নয়নের ভাবনার সাথে একীভূত করে চালু করেন 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প। যা গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও দুষ্প্রাপ্য সীমিত সম্পদের ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। কৃষিপ্রধান এ দেশের মোট জনশক্তির প্রায় ৪০.৬% সরাসরি কৃষি কাজে নিয়োজিত এবং ৬০-৭০% মানুষ গ্রামে বসবাস করে। দেশের জিডিপির ১৩.৬% কৃষি খাত হতে আসে। ১৯৭১-৭২ সালে জন সংখ্যা ছিল ৭.৫০ কোটি এবং খাদ্য উৎপাদন ছিল ১.০ কোটি টন যা মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে ১৯৭৪-৭৫ সালে ১.০ কোটি ১৪ লাখ টনে উন্নিত হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৫০ কোটি হলেও খাদ্য উৎপাদন ৩ কোটি ৮৭ লাখ মেট্রিক টন, যা বাংলাদেশকে খাদ্যে উদ্বৃত এবং বিশ্বে তৃতীয় শীর্ষ চাল উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি এনে দিয়েছে। পাশাপাশি দানাদার শস্য হিসেবে গম ১২ লাখ টন ও ভুট্টা ৫২ লাখ টন এবং আলু ১ কোটি ৫ লাখ টন উৎপাদিত হচ্ছে। তাই ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমির ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল-নালা পুনঃখননের কোন বিকল্প নেই। এছাড়াও সেচ কাজে আধুনিক প্রযুক্তির রাবার/হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম ও বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, বারিড পাইপ ও পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ/স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির ব্যবহার, পলিশেডে নিরাপদ ও রপ্তানীযোগ্য উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন সময়ের দাবি। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে রূপকল্প (Vision)-২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি (SDG) বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন এবং শতবর্ষী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan-2100) এর আলোকে সারাদেশে সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা যায়।

নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে মানসম্মত বীজ আমদানি করে দেশের বীজের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমরা নিজেরাই মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন-উৎপাদন করব

-বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত বিপ্লব ও খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি ভালোবাসা

মঈনুল ইসলাম, সম্পাদক, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

পৃথিবীতে কয়েক হাজার জাতি রয়েছে। এমন হাজারো জাতির মধ্যে জাতিসংঘের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সার্বভৌম দেশ রয়েছে মাত্র ১৯৫ টি এবং জাতিসংঘের সদস্যপদ রয়েছে ১৯৩টি দেশের (ওয়ার্ল্ড এ্যাটলাস, ডিসেম্বর, ২০২০)। এত এত জাতির মধ্যে সকল জাতি স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি, সকল জাতির মধ্যে স্বাধীনতার সাধও নেই। কারণ, এসকল জাতির স্বাধীনতা সূর্যকে আরাধ্য করে তুলতে যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রয়োজন তা নেই। এ সকল জাতির একজন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই যাঁর এক তর্জনীর নির্দেশে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাংলাদেশের বাঙালি ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী পৃথিবীর বুকে সেই হাতেগোনা জাতিসত্তার মধ্যে অন্যতম যাদের স্বাধীনতার একজন স্বপ্নদ্রষ্টা রয়েছেন, যিনি এক ডাকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে উদ্বেলিত করেছিলেন এবং যাঁর ত্যাগ-সংগ্রাম-লড়াইয়ের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমাদের লাল-সবুজের স্বপ্নদুর্গ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তৎকালীন ফরিপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মা শেখ সায়েরা খাতুন। ছোটবেলা থেকে ডানপিটে মুজিব মাটি ও মানুষের প্রতি দরদী ছিলেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে আমরা তাঁর দুরন্ত শৈশব, চাঞ্চল্যেপূর্ণ কৈশোর ও বিপ্লবী যুবসত্তার নানা দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। ছোটকাল থেকে বঙ্গবন্ধু অসহায় মানুষের ক্ষুধামুক্তির জন্য ঘর থেকে ধান-চাল নিয়ে বণ্টন করতেন। আর বড় হয়ে পুরো একটি জাতির মুক্তির দিশারী হয়ে ওঠেন নিজের যাদুকরী নেতৃত্বের দৃঢ়তা, সততা, পরিশ্রম, ত্যাগ, সংগ্রাম ও বিপ্লবীসত্তার কারণে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি) ও রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের আওয়াম তথা জনসাধারণের অধিকার আদায়ের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে দখলদার ব্রিটিশদের কাছে বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারায়। দুই শত বছর পর সেই ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের তরুণ এক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্মসম্পাদক করে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ'; যেটিকে পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে 'আওয়ামী লীগ' করে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের সময় কারাগারে থেকেও তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার আন্দোলনে নির্দেশ-উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনের সময় তরুণ নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গোপালগঞ্জ থেকে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধুকে সমবায় ও কৃষিমন্ত্রী করা হয়। কারণ, তখনকার নেতারা জানতেন বাংলার কৃষি ও কৃষক এবং মেহনতি মানুষের কষ্ট-বেদনা-চাওয়া-পাওয়া মুজিব ছাড়া আর কেউ ভালো করে বুঝবেনা। বঙ্গবন্ধু পুরো জীবনকাল তাঁর 'আমার গরীব' এর ন্যায্য অধিকার ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করেছেন।

রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তাঁরপর বহু আন্দোলন-সংগ্রাম, বিপ্লব-স্লোগান, জেল-জুলুমের পর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার পর বাংলাদেশী বাঙালিরা মুক্তির লড়াইয়ে 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে' ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) বঙ্গবন্ধু লক্ষ লক্ষ ছাত্রজনতা, কৃষক-শ্রমিককে উদ্দেশ্য করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যদি বাঙালিদের সঙ্গে ফের অন্যায় করা হয় তবে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। তাঁর জনগণকে দাবায়ে রাখা যাবেনা মর্মে বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই অমর বাণী উচ্চারণ করেন বজ্রকণ্ঠে-'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার, বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী। প্রতিরোধ করতে যে যার জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণ মোতাবেক স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রাণবাজি রাখে। বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ-'একটি ফুলকে বাঁচানোর জন্য'; 'পূর্ব দীগন্তে সূর্য উঠানোর জন্য'; 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' নতুন স্বদেশ গড়ার জন্য।

দীর্ঘ নয় মাসের সে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মহান মুক্তিযোদ্ধাদের স্লোগান ছিলো ''বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো'', ''তোমার নেতা আমার নেতা/ শেখ মুজিব শেখ মুজিব'', ''তুমি কে আমি কে/ বাঙালি বাঙালি'', ''জয় বাংলা/ জয় বঙ্গবন্ধু'' ইত্যাদি। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর কালরাত্রি থেকে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস পর্যন্ত ত্রিশ লক্ষ প্রাণ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনতার কিংবদন্তি নেতা ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। এ দিনটি সেই দিন থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালিত হয়।

দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশ ও জাতিকে গড়ে তোলার জন্য নিরলস

পরিশ্রম শুরু করেন। বাংলাদেশকে নিয়ে তিনি অনেক বড় স্বপ্ন দেখতেন। তিনি 'ভিক্ষুকের জাতির নেতা হতে চাননি' বলেই স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন-কৃষি ও শ্রমকে অগ্রাধিকার দিয়ে। কারণ, বঙ্গবন্ধু জানতেন একটি দেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সে জাতির নিজস্ব উৎপাদনব্যবস্থা শক্তিশালী ও সক্রিয় থাকতে হয়, আমদানিনির্ভর অর্থনীতি থেকে স্বনির্ভর হতে হয় এবং এটি সম্ভব কেবল কৃষিখাত শক্তিশালী হলে। তাঁর এই মহৎ চিন্তাভাবনাকে তৎকালীন সময়ের গণমাধ্যম 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলো। সেই অসমাপ্ত বিপ্লব সমাপ্ত করার প্রত্যয়ে এখন কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুতনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় একটি সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক আর অন্যদিকে শোষিত-আমি শোষিতের পক্ষে।' আমরা জানি, সেসময়ে বিদ্যমান সমাজকাঠামোতে চরমভাবে কৃষক-শ্রমিক শোষিত ছিলো। পুঁজিপূজারি পাকিস্তানী শোষণের সময় মেহনতি মানুষের শ্রমের ন্যায্যমূল্য যেমন ছিলোনা, তেমনই ঘামঝরা পরিশ্রমের ফসলের ন্যায্যমূল্য পেতোনা কৃষক। বঙ্গবন্ধু এই সর্বহারা মানুষের জন্য নীতি প্রণয়ন করেছিলেন।

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠনের প্রাক্কালে তিনি লাখো জনতার উদ্দেশ্যে কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সরকারি চাকরিজীবীদের প্রতি বলেছিলেন, '...আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব কৃষক, আপনার মায়না দেয় ঐ জমির শ্রমিক, আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়, আমি গাড়িতে চড়ি ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলেন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন। ওরাই মালিক...।' এভাবে বঙ্গবন্ধু কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে মূল্যায়ন করতেন, রাষ্ট্রের মালিকানা কৃষকের হাতে দিতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না বলেই সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে কৃষক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির ধারা সংযুক্ত করেছেন। ১৫ নং অনুচ্ছেদে কর্ম ও মজুরির অধিকার নিশ্চিত করেছেন এবং সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা যুক্ত করেছেন-যেন কেউ কাউকে জোর করে কিছু করাতে না পারে, যেন মানুষের স্বাধীনতা তার পেশাগত ক্ষেত্রেও অটুট থাকে।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু বৈপ্লবিক কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর কর্মপরিকল্পনা ছিলো কৃষক ও শ্রমিককে সর্বাধিক মূল্যায়ন করা। বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেই কৃষকদের ৭০ কোটি টাকার সুদসহ সকল বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন। তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির কর চিরদিনের জন্য বন্ধ করে কৃষি বিপ্লবের দিকে দেশকে ধাবিত করেন। এর পাশাপাশি তিনি ১০ কোটি টাকার ঋণ, ১ লাখ ৯০ হাজার টন সার ও ২ লাখ মন বীজধান কৃষকদের প্রদান করেন। তিনি ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ প্রদানের পর ৪ কোটি টাকা সমবায়ের মাধ্যমে বিতরণের প্রকল্প গ্রহণ করেন। কৃষির জন্য নিবেদিতপ্রাণ জাতির পিতা ছিলেন কৃষকের সত্যিকার বন্ধু।

জাতির পিতা চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে উন্নতির শিখরে দেখতে। সে লক্ষ্যে তিনি দেশ গঠন করতে চেয়েছিলেন। তিনি অন্য কোন দেশ বা কোন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে চাননি। এই বাংলার আলো, ছায়া, বৃক্ষ, মাটি ও মানুষকে নিয়ে তিনি একটি শক্তিশালী, স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ও তীব্র জাতীয়তাবোধসম্পন্ন মানসিকতা দেশীয় ও বহির্দেশীয় শত্রুদের চোখের বালি ছিলো। তিনি ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতার নানা নিয়ম, আইন, পদ্ধতি, ব্যবস্থাকে সংস্কার করে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের উপযোগী একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তকারী খুনীরা এক হয়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে শেষ করে দিতে স্বপরিবারে তাঁকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে ওরা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চিরঞ্জিব। আজো তা কৃষকের মুখে, শ্রমিকের বাহুতে, ছাত্রের কলমে, কবির কবিতায়, গায়কের সুরে, শিল্পীর তুলিতে অমর রয়েছে।

বাংলাদেশের লাল ও সবুজের সঙ্গে মিশে রয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার আকাশে তাঁর প্রবল বিশ্বাস ও উদারতা দেখা যায়; বাংলার বাতাসে ধ্বনিত হয় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠধ্বনি; বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার তৃপ্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে বঙ্গবন্ধুর প্রশ্বাস; বাংলার সুজলা-সুফলা ফসলের দোলায় লেগে আছে মুজিবের হাসি; বাংলাদেশের উন্নতির শিখরে যাত্রায় অগ্রপথিক হিসেবে চিরভাস্বর রয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবির কথার সঙ্গে বাংলাদেশের হৃদয় থেকে সংযুক্ত করা যায়, যতদিন রবে বহমান পদ্মা, ধান-পাট-গম, কৃষি-শ্রম-মাটি ও স্বাধীনতার প্রতিদান, ততদিন তুমি অজর, অমর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কৃষি ও শ্রমের মাধ্যমে দেশ গড়ার প্রত্যয় রেখে স্বদেশী পণ্য ও ফসলকে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে সচেষ্ট হতে হবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত বিপ্লবকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। 'মুজিব শতবর্ষে' শতবর্ষী মুজিবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস চলমান থাকবে- এ প্রত্যাশা রইলো।

> আমাদের সমাজে চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে
>
> **-বঙ্গবন্ধু**

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী

-নাজনিন আফরিন, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

আজ হতে শতবর্ষ আগে বঙ্গবন্ধু-
জন্ম হয়েছে তোমার,

আজ হতে শতবর্ষ আগে
তুমি হয়েছ এই বাংলার।
শুভক্ষণে জন্ম তোমার,
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়,
চারদিকে সবাই মেতে উঠল
আনন্দ আর খুশির বন্যায়।

ভালবেসে তোমার নানা
নাম দিয়েছিল মুজিব,
বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে
তুমি আছ চিরসজীব।

তোমার জন্ম শতবর্ষে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরে
গড়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধু কর্ণার,
আমরা জানতে পারি সঠিক তথ্য
মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির পিতার।

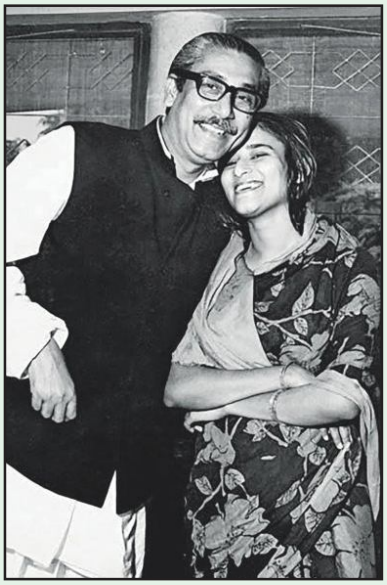

বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছে,
বঙ্গবন্ধু তোমার সুশোভিত মুর‍্যাল,
দেশ স্বাধীনতায় তোমার অবদানে
এদেশের মানুষের হৃদয় জুড়াল।

শীতে এক বৃদ্ধা
কাঁপছিলো থরথর করে,
বঙ্গবন্ধু সেদিন তোমার গায়ের চাদরটি
সযতনে দিয়েছিলে তারে।

বন্ধুর ছাতা নেই দেখে
স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে,
নিজের ছাতাটি তারে দিয়েছিলে,
বন্ধুর জন্য এমন ভালোবাসা ক'জনার থাকে?

তোমার পরোপকারের কথা
কখনো হবে নাকো শেষ,
তুমি অমর হয়ে আছ
মানুষের হৃদয়ে বেশ।

১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে'৭১ এর
মুক্তিযুদ্ধে দিয়েছিলে সুগঠিত নেতৃত্ব,
দেশ ও দশের কল্যাণে তীব্র সংগ্রামে-
তুমিই অর্জন করেছ জাতির পিতৃত্ব।

দেশের জন্যে বহুবার কারাগারে
সয়েছ কষ্টের জীবন,
পর্বত সমান সমস্যা এলেও, তুমি বিচলিত না হয়ে-
সানন্দে করেছ বরণ।

বঙ্গবন্ধু, দিয়েছ আমাদের
১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বাংলার
পেয়েছ তুমি সহস্র বছরের,
শ্রেষ্ঠ বাঙালির অধিকার।
মুজিববর্ষে বাঙালি জাতির
দৃঢ় অঙ্গীকার,
সোনার বাংলা বিনির্মাণ করব-
এই আমাদের অহংকার।

মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষি

বোরো ধানঃ

বোরো ধান রোপণের ভরা মৌসুম এখন। অতিরিক্ত শীতে বোরো ধানের চারায় কোল্ড ইনজুরি হতে পারে এবং চারার বাড়-বাড়ন্ত কমে যেতে পারে। সকাল বেলা ভূ-গর্ভস্থ পানি দিয়ে ফ্লাড ইরিগেশন দিলে কোল্ড ইনজুরি হতে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। ভালভাবে জমি কাদা করে ৩৫-৪০ দিন বয়সের চারা সারি করে রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারি ২৫-৩০ সে.মি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সে.মি.। উর্বর জমিতে পাতলা করে এবং কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা লাগাতে হবে। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে শেষ চাষের সময় একরপ্রতি ৫৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, ২৫ কেজি জিপসাম ও ৫ কেজি জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হবে। বোরো মৌসুমে ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৪৭ ইত্যাদি জাতের ধান আবাদ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ মাসের মাঝামাঝি দিকে পৌষ মাসে লাগানো বোরো ধানে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার একসাথে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় হয় এবং কার্যকারিতা কমে যায়। এ জন্য ২/৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পূর্বে জমিতে খুব বেশি পানি থাকলে তা বের করে দিতে হবে। জমিতে সার প্রয়োগ করে মাটিতে নিড়ানী দিয়ে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

গমঃ

গম ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। গমের জমিতে প্রয়োজনে সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। আগাম লাগানো গমে কাইচ থোড় আসা শুরু হবে। গমের জমিতে সুপারিশ মত ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।

আলুঃ

আলুর জমিতে এসময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতার প্রকৃতি অনুসারে একরে ১১০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি ও ১৩০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। আলু গাছের গোড়া উঁচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলুর জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া খুবই ক্ষতিকর। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া আলুর নাবী ধ্বসা রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিকর্মীর সুপারিশ অনুযায়ী নিয়মিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে।

শাক-সবজিঃ

শীতকালীন শাকসবজির যত্ন নিতে হবে। টমেটো ও বেগুণ গাছের নীচের দিকের ডাল-পালা ছেঁটে ফেলতে হবে। খুব বেশি হলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেচ দিতে হবে। লাউ এবং মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম পরাগায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফাল্গুন মাস

বোরো ধানের ক্ষেত্রে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বোরো ধানে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বোরো ধান রোপন এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে। ফাল্গুন মাসে বোরো ধান লাগলে তুলনামূলক কম জীবনকাল বিশিষ্ট জাত (ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫) নির্বাচন করতে হবে।

এ মাসে বোরো ধানে থ্রিপস, মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন পোকা আক্রমণ করতে পারে। অনুমোদিত কীটনাশক পরিমাণমত স্প্রে করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকলে আলুর মড়ক দেখা দিতে পারে বিধায় ১৫ দিন পর পর ডাইথেন-এম ৪৫ বা অন্য কোন অনুমোদিত কীটনাশক নিয়ম মাফিক প্রয়োজনমত স্প্রে করতে হবে।

আগাম লাগানো পেঁয়াজ, আদা, হলুদ তুলে ফেলতে হবে। আগাম লাগানো তরমুজ, ফুটি, মিষ্টি আলু, শশার আগাছা পরিষ্কার ও প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজির চাষ শুরু করা যায়।
এ মাসের শেষের দিক হতে পাট বোনা শুরু করা যেতে পারে। জমি উত্তমরূপে তৈরী করে জমিতে জো অবস্থায় বীজ বপণ করতে হবে।

বিএডিসি'র বীজ বপণ করুন, অধিক ফসল ঘরে তুলুন

বিএডিসি'র শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর ৩.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিএডিসি'র ১ থেকে ১০ গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে কর্মরত ব্যবস্থাপক (ক্রয়) জনাব মোঃ তুহিনুজ্জামান এবং ১১ থেকে ২০ গ্রেডের মধ্যে সাধারণ পরিচর্যা বিভাগে কর্মরত নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ খলিলুর রহমানকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়।

জনাব মোঃ তুহিনুজ্জামানকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদ প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

জনাব মোঃ খলিলুর রহমানকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের সনদ প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বিএডিসি পরিবারের মেধাবীমুখ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ উৎপাদন কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের অধীন ঢাকা কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স সার্কেলের যুগ্মপরিচালক জনাব মুশতাক আহমেদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিহাব আহমেদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ইউনিভার্সিটিতে প্রকৌশলী হিসেবে প্রেসিডেন্সিয়াল স্কলারশিপ লাভ করেছেন। গত ৩ জানুয়ারি ২০২১ সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে তিনি টেক্সাসের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করেন। শিহাব আহমেদ ঢাকার ক্যান্ট্রিয়ান কলেজ থেকে ২০১১ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ করেন। ২০১৮ সালে তিনি রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন সেক্টর কনফিডেন্স পাওয়ার গ্রুপে কাজ করেন।

বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জন্য বোরো ধান বীজে ১০ টাকা হ্রাস

২০২০-২১ উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি'র সংরক্ষিত ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত শ্রেণির বোরো ধান বীজের মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। বীজ সহায়তা বাবদ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বিক্রয় দর প্রতি কেজিতে ১০/- (দশ) টাকা হ্রাস করা হয়েছে। দেশের সকল জেলার বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষিরা এই মূল্যহ্রাসের সুবিধা পাবে বলে বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) এর দপ্তর থেকে পাঠানো তথ্যে জানানো হয়।

২০২০-২১ উৎপাদন বর্ষে দেশি ও তোষা পাটবীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ

২০২০-২১ উৎপাদন বর্ষে উৎপাদিত দেশি ও তোষা পাটবীজের সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ উৎপাদন বর্ষে সকল প্রকার দেশি পাটবীজের সংগ্রহমূল্য ২৫০/-(দুই শত পঞ্চাশ) টাকা প্রতি কেজি এবং সকল প্রকার তোষা পাটবীজ ১৮০/- (একশত আশি) টাকা প্রতি কেজি হিসেবে সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গত ৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিএডিসি'র 'ভাড়া ও মূল্য নির্ধারণ কমিটি' এর সভায় বীজমান সঠিক রেখে বীজ সংগ্রহের জন্য এ সংগ্রহমূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নবযোগদানকৃত সহকারী প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

নবযোগদানকৃত সহকারী প্রকৌশলীদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

নবযোগদানকৃত প্রশাসন ও অর্থ পুলের নবম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

নবযোগদানকৃত প্রশাসন ও অর্থ পুলের নবম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অডিট বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম

সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর বিএডিসি'র কৃষি ভবনের ছাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ফটোসেশনে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামসহ সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের একাংশ

কৃষি ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মোনাজাত করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ

কৃষি ভবনে স্থাপিত মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিএডিসি পরিবারের বীর মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

ভাল বীজে ভাল ফসল

কৃষিই সমৃদ্ধি

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।